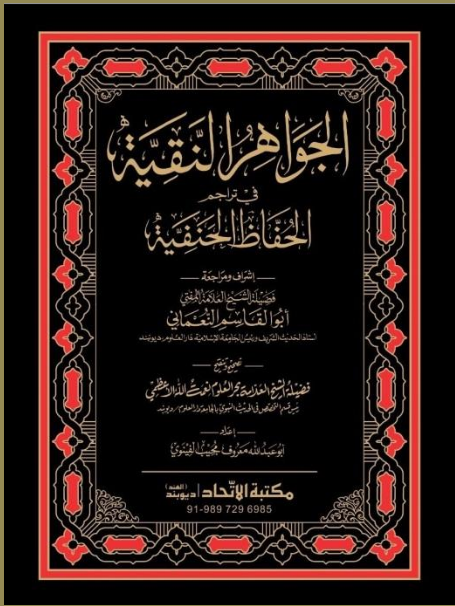
প্রতীক্ষার বাঁধ ভেঙে, পেখম মেলেছে



কিতাব পরিচিতি

الجواهر النقية في تراجم الحفاظ الحنفية

[আল-জাওয়াহিরুন নাকিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হুফ্ফাযিল হানাফিয়্যাহ]

লেখক: মুফতি মারুফ মজিব কাসিমি ফেনবি
বাহিস: উচ্চতর হাদীস বিভাগ, দারুল উলূম দেওবন্দ
প্রকাশক [প্রথম সংস্করণ]:
মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ দেওবন্দ, ইউ. পি., ইন্ডিয়া
পৃষ্ঠা: ৬৩২। মূল্য: ৩৫০/- রুপি
দ্বিতীয় সংস্করণ [প্রকাশিতব্য] : দারুস সলেহ, মিসর

-হুসাইন আলহুদা ফেনবি

‘আল জাওয়াহিরুন নাকিয়্যাহ’ বড়োদের চোখে :

১. বাকিয়্যাতুস সলফ মাওলানা আবুল কাসিম নু‘মানি দা. বা.
২. বাহরুল উলূম আল্লামা নেআমাতুল্লাহ আ‘যমি দা. বা.
৩. শাইখুল হাদীস আল্লামা সাঈদ আহমদ পালনপুরি রহ.
৪. ফকীহুল আসর আল্লামা উবাইদুল্লাহ আস‘আদি দা. বা.
৫. আশিকে রসূল মাওলানা আব্দুল খালেক মাদরাসি দা. বা.
৬. মুফতি আব্দুল্লাহ আল মা‘রুফি দা. বা.

ছেপে এসেছে আহলে ইল্‌ম ওলামা-ত্বলাবার প্রতীক্ষিত উপহার

الجواهر النقية في تراجم الحفاظ الحنفية

[আল জাওয়াহিরুন্‌ নাকিয়্যাহ ফী তারাজামিল হুফফাযিল হানাফিয়্যাহ]

পটভূমি

আলহামদুলিল্লাহ, প্রতীক্ষার পালা শেষ হলো। আল জাওয়াহিরুন নাকিয়্যাহ এখন পাঠকের হাতে। দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবির আসাতিযার তত্ত্বাবধানে **'তারাজিমে হুফফাযে হানাফিয়্যার'** উপর কাজ চলছে, এ খবর অনেক রুচিশীল তালিবে ইলম ভাইয়ের মাজলিসে অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। কেবল কখন আসছে, আর কেমন আসছে– এই কৌতূহলটি পীড়া দিচ্ছিল। কারণ এই 'মানহাজে' হানাফি মাজহাবে এটিই প্রথম কাজ। ইতিপূর্বে 'তবকাতে হানাফিয়্যার' উপর কাজ হয়েছে এবং অনেক গ্রন্থও রচিত হয়েছে। সেগুলোতে হয়তো আপেক্ষিকভাবে কোনো 'হাফিযে হাদীসের' আলোচনা এসে গেছে। তবে অনবগতবশত অনেক 'হাফিযে হাদীস' সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করাই হয়নি যে, তারা 'হানাফি মাযহাবের অনুসারী' ছিলেন। তো সেই চেপে রাখা ইতিহাস রচিত হচ্ছে এই গ্রন্থে। এ কারণে রুচিশীলদের আগ্রহ ছিল প্রচুর। আখের [গত রবিউল আউয়াল, ১৪৪০হিজরি-সেপ্টেম্বর, ২০১৮ঈসায়ি] দেওবন্দের 'মাকতাবুল ইত্তিহাদ' কর্তৃক এর প্রথম সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছে। মাশাআল্লাহ, দারুল উলূমের 'ইলমী হালকাতে' ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং দেশ বিদেশের আহলে ইলমরা আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তাই ইচ্ছে হলো আমার সহপাঠি তালিবে ইলম ভাইদেরকে 'খোশখবরটি' জানিয়ে দেই। আর যেহেতু প্রথম দিনই গ্রন্থখানি হাতে নেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং লেখক মহোদয়ের সামনে বসে কিছুটা ইস্তিফাদা করার সুযোগ হয়েছিল। তাই কিতাবের 'মানহাজ' এবং কয়েকটি অনাবিল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে একটি পত্র লিখারও ইচ্ছে জাগল। বাকি বড়োরা বড়োদের মতো করে 'তাবসারা' করবেন, মূল্যায়ন করবেন।

কিতাবের বিষয়বস্তু পরিচিতি

একথা স্বতসিদ্ধ যে, 'মুহাদ্দিসীনে খুলাফা' আর 'মুজতাহিদীনে ফুকাহা;' এই দুই শ্রেণির ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীনকে হিফাজত করেছেন। কেউ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সুন্নাহকে যথাযথ হিফাজত করেছেন, কেউ সেগুলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে উম্মাহর জন্য বিন্যাস করে দিয়েছেন। আর এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা ইমাম আ'যম আবু হানীফা রহ. ও তাঁর সাথিদের অসাধারণ প্রতিভা দান করেছেন। তাঁরা একই সাথে যেমন 'হাফিযে হাদীস' ছিলেন, তিমনই ছিলেন প্রতিজন 'মুজতাহিদ ফাকীহ'। তাইতো ইতিহাস সাক্ষি দেয় যে, তাঁরা আপন যুগের আওয়াম-ওলামা সবার অনুসৃত ইমাম ছিলেন। আর একথাও সুস্পষ্ট যে, তাঁদের যুগটিই ছিলো হাদীস ও ফিক্‌হ সংকলনের সোনালি যুগ।

পাঠক, এই মুল্যবান গ্রন্থখানিতে দেখতে পাবেন যে, যুগের শ্রেষ্ঠ 'হাফীযে হাদীসদের' বড়ো একটি সংখ্যা ইমাম আ'যম রহ.-এর অনুসরণ করতেন ,তাথেকে হাদীস নিতেন এবং এতে গর্ব করতেন। যথা, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক [১৮১ হি.], ইয়াযিদ ইবনে হারূন [২০৬ হি.], ইয়াহয়িয়া ইবনে সাঈদ আল কত্তান [১৯৮ হি.], মিসআর ইবনে কুদাম [১৫৩/৫৫ হি.] , মুগীরা ইবনে মিকসাম আবু হাশেম আদ্ দাব্বি [১৩৩/৩৬ হি.], লাইস ইবনে সা'দ আল হামদানি [১৭৫ হি.]। এমনিভাবে তাঁদের শাগরিদদের মাঝে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন [২৩৩হি.], আলী ইবনে জা'দ [২৩০ হি.], মু'আল্লা ইবনে মানসুর আবু ইয়া'লা রাযী [২১১ হি.], ইবরাহীম ইবনে ইউসুফ আল মাকিয়ানী [২৩৯ হি.] প্রমূখ। **কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ রেওয়াইয়াত এঁদের থেকে বর্ণিত। বলা যায়, কুতুবে সিত্তার মূলভিত্তি প্রায় এঁদের উপরই নির্ভরশীল।**

এমনিভাবে আবু আসেম আন নাবীল [২১২ হি.], মক্কী ইবনে ইবরাহীম [২১৫হি.]; যাদের থেকে ইমাম বুখারি রহ. তাঁর অধিকাংশ 'সুলাছিয়্যাত' বর্ণনা করেছেন। যা তাঁর কিতাবের গর্বের অংশ। তো এঁরা সবাই ইমাম আবু হানীফা রহ. কিংবা তাঁর শাগরেদদের থেকে রেওয়াইয়াত করেছেন এবং ফুরু'আতে (শাখাগত মাসাইলের ক্ষেত্রে) তাঁরই মাজহাব অনুসরণ করতেন।

বলাবাহুল্য যে, এই মহান 'হাফিযে হাদীসগণ' তাকলীদ করার জন্য ওই ব্যক্তিকেই নির্বাচন করবেন, যিনিও 'হফিযে হাদীস' হওয়ার পাশাপাশি হাদীসশাস্ত্রে তাঁর সর্বোচ্চ মাকাম থাকবে। সুন্নাহর অনুসরণে যিনি সর্বাধিক সচেতন হবেন।

আর হাফিযে হাদীস বলা হয়, নিম্নের বিষয়গুলোতে যাঁর পূর্ণ দক্ষতা রয়েছে :

এক. 'হিফযুল মুতূন।' অর্থাৎ অধিকাংশ হাদীস যাঁর মুখস্ত থাকবে। কোনো হাদীস সম্পর্কে যদি তিঁনি বলেন যে, "এটি আমার জানা নেই," তাহলে বুঝতে হবে, হাদীসটি অপ্রসিদ্ধ।

দুই. হাদীসের সনদ সম্পর্কে যার সর্বোচ্চ জ্ঞান থাকবে। তাতে শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় করতে পারেন।

তিন. হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের সম্পর্কে যাঁর উচ্চতর জ্ঞান থাকবে। কোনো রাবী সম্পর্কে যদি তিনি বলেন যে, 'তাকে আমি জানি না।' তাহলে বুঝতে হবে যে, সে 'মাজহুল' বা অপ্রসিদ্ধ রাবী।

এতে বোঝা গেল, ইমাম আবু হানীফা রহ. ও তাঁর সাথিরা উপরোল্লেখিত বিষয়গুলোতেও 'ইমাম' ছিলেন বলেই মুহদ্দিসীনে কেরাম এঁদের তাকলীদের মালা নিজেদের গলে পরে নিয়েছেন।

কথাগুলো ইতিহাসের বিক্ষিপ্ত অধ্যায়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। প্রয়োজন ছিল, তালিবুল ইলমদের জন্য কথাগুলোকে একত্র করে দেওয়ার; শাস্ত্রীয় ধাঁচে, চেপে রাখা ইতিহাসকে বিকাশ করে....। যাতে কারো প্ররোচনায় তারা হীনমন্য না হয়ে পড়ে। লেখক মহোদয় ইতিহাসের পাতায় পাতায় বিচরণ করে একটি 'গুলদস্তা' পেশ করেছন। জাযাকাল্লাহু খাইরান আহসানাল জাযা।

৬৩২ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে মোট ৬৪ জন (হানাফী) হাফিযে হাদীসের জীবনী সংকলিত হয়েছে। এর মাঝে ২৩৯ হিজরি পর্যন্ত (অর্থাৎ কুতুবে সিত্তা সংকলন যুগের) ৩০ জন 'হাফিযে হাদীসের' জীবনী এসেছে। তাঁদের ২৬ জনই হলেন কুতুবে সিত্তার রাবী এবং ২১ জনের নামের সাথে (ع) চিহ্ন লাগানো আছে। মানে তাঁদের বর্ণনা ছয় কিতাবের সবগুলোতে এসেছে।

প্রিয় পাঠক, এছাড়াও লেখক মহোদয় তার ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে:

'আমার উদ্দেশ্য ছিল কেবল দৃষ্টান্ত পেশ করা। তাই সবাইকে নিয়ে আসিনি। যাঁদের ছেড়ে দিয়েছি, তাঁদের সংখ্যাও অনেক বড়ো'!

[মুকাদ্দিমাতুল মুআল্লিফ:২৪]

এরপর তিনি নমুনা স্বরূপ ১০ জনের নাম পেশ করেছেন। এর মাঝে যাঁরা কুতুবে সিত্তা সংকলন যুগের তাঁদের পাঁচজনের পাঁচজনই কুতুবে সিত্তার রাবী। তিনজনের বর্ণনা ছয় কিতারেব সবগুলোতে এসেছে, বাকি একজন নাসাঈ ছাড়া পাঁচ কিতাবের রাবী। আরেকজন বুখারি ও আবু দাউদের রাবী। বাকীরা এর পরের। মোটকথা গ্রন্থাখানি যেমন ওলামা-তৃলাবা সবার প্রতীক্ষিত, তেমনই বাস্তবতা অন্বেষু যে কারো জন্য 'আনমূল তুহফা।' কেননা হাফিযে হাদীসদের এত বড়ো একটি জামাত হানাফি মাজহাবের অনুসারী ছিলেন, তা যেমন মাজহাব অনুসারীদের জন্য অনেক বড়ো একটি সুসংবাদ, তেমনি যারা এ ব্যাপারে পরোচনা বা সন্দেহের শিকার, তাদের জন্য প্রতীক্ষিত প্রতিষেধকও।

যেভাবে বিন্যাস করা হলো:

এখানে দুটি বিষয় :

এক. ‘হাফিযে হাদীস’ হওয়া।

দুই. একইসাথে ‘হানাফি মাজহাবের’ অনুসারী হওয়া।

তো প্রথম বিষয় : অর্থাৎ ‘হাফিযে হাদীস’ হিসেবে লেখক মহোদয় কেবল তাঁদেরই নির্বাচন করেছেন, যাদেরকে এই শাস্ত্রের ওলামায়ে কেরাম সুস্পষ্ট বাক্যে ‘হাফিযে হাদীস’ বলে উল্লেখ করেছেন। অথবা ‘ইমাম যাহাবী রহ.’ ‘তাযকিরাতুল হুফফাযে’ যাঁদের উল্লেখ করেছেন এবং পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম সেটির ‘যুয়ূলে’ যাঁদের সংযোজন করেছেন। এক্ষেত্রে লেখক মহোদয় প্রত্যেকের জীবনীতে مكانته عند المحدثين শিরোনামে ‘জার্‌হ-তা‘দীলের’ ইমামগণের উক্তিগুলো সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় বিষয় : হানাফি মাজহাবের অনুসারী হওয়া। তাও অত্যন্ত বিশুদ্ধ মানদণ্ডে যাচাই করা হয়েছে যে :

প্রথমে, তাঁদের নিজস্ব উক্তি তালাশ করা হয়েছে যে, তারা কোনো উপলক্ষে নিজ মুখেই স্বীকার করছেন : “*আমি ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর অনুসরণ করি।*”

দ্বিতীয়ত, যাঁদের ব্যাপারে তাঁদের গ্রহণযোগ্য কোনো শাগরিদ বলেছেন যে, ‘আমার শাইখ ফিক্‌হের ক্ষেত্রে আবু হনীফা রহ. -এর ‘রায়’ গ্রহণ করতেন।’ যথা : ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. তাঁর শাইখ ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কত্তানের ব্যাপারে বলেছেন : “ويختارقوله... ”

তৃতীয়ত, যাঁদেরকে অন্য মাজহাবের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিরা ‘হানাফি’ মাজহাবের অনুসরণকারী বলে উল্লেখ করেছেন। এই নিরপেক্ষ সাক্ষি ভিত্তি করে তাঁদেরও এই ফিরিস্তিতে শামিল করে নেওয়া হয়েছে।

চতুর্থত, হানাফি মাজহাবের গ্রহণযোগ্য ‘তাবাকাত বা তারাজিমে’র কিতাবগুলোতে যে সকল ‘হুফফাযে হনাফীর’ কথা উল্লেখ আছে, তাঁদের মধ্য থেকেও কয়েকজনকে নির্বাচন করে এই গ্রন্থে সংযোজন করা হয়েছে, তবে এর সংখ্যা অনেক কম।

তো মানদণ্ডের বিচারে -মাশাআল্লাহ- গ্রন্থখানি সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্যতার দাবি রাখে। লেখক মহোদয় প্রতিজন ইমামের নাম-নসব উল্লেখ করার পরই ‘হানাফি’ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। যথা, সর্বপ্রথম মুগীরা ইবনে মিকসাম আবু হাশিম আদ্-দাব্বী রহ. [১৩৬ হি.] এর জীবনী নিয়ে আসা হয়েছে। তো প্রথমে তাঁর নাম-নসব উল্লেখ করার পর লিখেছেন: [জাওয়াহিরুন নাকিয়্যাহ:১৮৮] :

قال جرير بن عبد الحميد: كنت أرى مغيرة يبحث في المسألة، فيخالفوه،

فيقول: كيف أصنع؟ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

এতে তিনি 'হানাফি মাজহাবে'র অনুসারী হওয়ার ব্যাপারে তাঁর সরাসরি উক্তি পেশ করেছেন। এরপর ক্রমান্বয়ে তাঁর পরিচিতি, তাঁর 'হাফিযে হাদীস' হওয়া ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে।

যেভাবে সাজানো হলো

মৌলিকভাবে গ্রন্থখানি দুই অধ্যায়ে বিন্যাসিত।

প্রথম অধ্যায়ে: মাজহাব-প্রণেতা ইমাম আ'যম আবু হানীফা রহ.-এর জীবনী

(الباب الأوّل: في مؤسس المذهب)

১৩ টি পরিচ্ছেদে সবিস্তারে ইমাম আ'যম রহ.-এর জীবনীর উপর শাস্ত্রীয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি চরণে লেখক মহোদয় তার চায়নিক নৈপুণ্যতার সাক্ষর রেখেছেন। মাঝে মাঝে قلت : قال أبو عبد الله : قال التلميذ : শিরোনামে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর প্রতি ইশারা করে দিয়েছেন। এতে কিতাবের ইফাদা দ্বীগুণ বেড়ে গেছে। বিশেষকরে এই অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৮ম পরিচ্ছেদগুলোতে পাঠক এক চমৎকার বিন্যাস লক্ষ করবেন, যথা :

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে জারহ-তা'দীলের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট ইমাম আ'যমের 'মাকাম' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে তো শাস্ত্রীয় কানুনের ভিত্তিতে একথা সাব্যাস্ত করা হয়েছে যে, ইমাম আ'যমের মতো মহান ইমামের আদালত বা সচ্চতা, সিকাত বা নির্ভরতা তোলে ধরার প্রয়োজন নেই। এরপরও নমুনা স্বরূপ সে যুগের শ্রেষ্ঠ ৩২ জন ইমামের নিপুণ নিপুণ উক্তিগুলো তোলে ধরা হয়েছে। এবং তাদের চার শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

এক. তাঁর উস্তাদদের মধ্য থেকে ৫ জন।

দুই. তাঁর আকরান বা সমবয়সীদের মধ্য থেকে ৮জন।

তিন. তাঁর শাগরেদদের মধ্য থেকে ১৫ জন।

চার. তাঁর শাগরেদদের শাগরিদদের মধ্য থেকে ৪জন।

এরপর تنبيه শিরোনামে সহীহাইনে তাঁর রেওয়াইয়াত নেই কেন?—ওই বিষয়ে সন্তোষজনক আলোচনা করা হয়েছে।

ঠিক একই ধাঁচে ৭ম পরিচ্ছেদে, অত্যন্ত ইনসাফের সহিত তোলে ধরা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা তাঁর যুগের সর্বোচ্চ মাকামের একজন 'হাফিযে হাদীস' ছিলেন। শাস্ত্রীয় মানদণ্ডে তাত্ত্বিক ও সমৃদ্ধ আলোচনা করার পর تنبيه শিরোনাম কায়েম করে এই বিষয়টিও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এত বড়ো 'হাফিযে হাদীস' হওয়া সত্ত্বেও তিঁনি অধিক পরিমাণে রেওয়াইয়াত করলেন না কেন? —এতে তিনটি দিক তোলে ধরা হয়েছে।

এরপর ৮ম পরিচ্ছেদে তোলে ধরা হয়েছে যে, ইমাম আবু হনীফা রহ. জার্‌হ-তা'দীলেরও বড়ো ইমাম ছিলেন। এই পরিচ্ছেদে [أ], [ب], [ج] দিয়ে তিনটি শিরোনাম দাঁড় করানো হয়েছে ;

প্রথম শিরোনামে নমুনা স্বরূপ ১৬ জনের ফিরিস্তি পেশ করা হয়েছে। যাঁদেরকে ইমাম আবু হনীফা রহ. তা'দীল করেছেন এবং পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম এতে তাঁর অনুসরণ করেছেন। ঠিক একইভাবে আরও ১০জনের ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে, যাঁদেরকে ইমাম আবু হানীফা রহ. জার্‌হ করেছেন এবং পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম তাঁর উক্তি দিয়ে প্রমাণ পেশ করেছেন।

এরপর [ب] শিরোনামে আরও কয়েকজন মুহাদ্দিসীনে কেরামের নাম পেশ করা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম আবু হনীফা রাহ. এঁদের 'কুনিয়্যাত' নির্ধারণ করেছেন। আর পরবর্তীরা এতে তাঁর অনুসরণ করেছেন এবং তাঁথেকেই কুনিয়্যাতগুলো প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

এরপর [ج] শিরোনামে কয়েকজন 'মুবহাম রাবী' পেশ করা হয়েছে। যাদের নাম সর্বপ্রথম আবু হানীফা রহ. বাতলে দিয়েছেন এবং পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম তাঁকে অনুসরণ করেছেন।

এ ছাড়াও এই অধ্যায়ের অন্যান্য পরিচ্ছেদগুলোতেও পাঠক অনাবিল বিন্যাস লক্ষ করবেন, ইনশাআল্লাহ।

কিতাবের **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** ইমাম আ'যম রহ.-এর যুগ থেকে এই পর্যন্ত মাজহাবের ৬৪ জন 'হাফিযে হাদীসের' জীবনী পেশ করা হয়েছে। সান্নে-ওফাত বা মৃত্যুসন দিয়ে বিন্যাস করা হয়েছে বিধায় তাঁদের চার 'তাবকায়' ভাগ করা হয়েছে:

১. প্রথম 'তাবকায়' যারা সরাসরি ইমাম আ'যম রহ. থেকে রেওয়াইয়াত করেছেন। এই 'তাবকায়' ২৬ জনের জীবনী আনা হয়েছে। এর মাঝে ২২ জনই কুতুবে সিত্তার রাবী এবং ১৮ জনের নামের সাথে (ع) চিহ্ন লাগানো আছে। মানে তাদের বর্ণনা ছয় কিতাবের সবগুলোতে আছে।

২. দ্বিতীয় 'তাবকায়' যারা ইমাম আ'যমের শাগরিদদের থেকে রেওয়াইয়াত করেছেন। এখানে ছয় জনের জীবনী এসেছে। এর মাঝে তিনজনই কুতুবে সিত্তার রাবী।

৩. তৃতীয় 'তাবকায়' যাঁরা ইমাম আ'যমকেও পাননি। এবং তাঁর শাগরিদদেরও পাননি। বরং তাঁদের সনদে বর্ণনা করেছেন। এই 'তাবকায়' ১২ জনের জীবনী এসেছে।

৪. চতুর্থ 'তাবকায়' আনা হয়েছে, তৃতীয় তাবকার পর থেকে এই যুগের আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. পর্যন্ত মাজহাবের ১৯ জন 'হাফিযে হদীসের' জীবনী।

মাশাআল্লাহ, লেখক মহোদয়কে আল্লাহ তাআলা অসাধারণ চায়নিক রুচি দান করেছেন। সাথে তিঁনি শিক্ষার্থীদের প্রতি লক্ষ রেখে প্রয়োজনীয় শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণগুলো গুরুত্বের সাথে তোলে ধরেছেন।

বাকি থাকল এর বর্ণনাগত বিশুদ্ধতা। এক্ষেত্রে কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ঠ যে, এর প্রতিটি চরণ নিরীক্ষা করে দিয়েছেন, দারুল উলূমের গর্বের উস্তাদ, হাদীস ও ফিকহ; উভয় শাস্ত্রের সমন্বিত মুজতাহিদ পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব, বাহরুল উলূম আল্লামা নেআমাতুল্লাহ আ'যমি দা.বা.। (সদর, উচ্চতর হাদীস বিভাগ, দারুল উলূম দেওবন্দ ও সদর, ইসলামিক ফিকহ অ্যাকাডেমি, ইন্ডিয়া।) আর রচনাকালে পুরোপুরি তত্ত্বাবধান করেছেন; ক্ষণজন্মা মহিরুহ ব্যক্তিত্ব, আল্লামা আবুল কাসেম নু'মানি দা.বা. (মুহতামিম, দারুল উলূম দেওবন্দ)

এক পলক লেখক মহোদয়ের প্রতি...

আবু আব্দুল্লাহ মারুফ মজিব ফেনবি দা. বা.। উদীয়মান গবেষক একজন বিগদ্ধ আলিমেদ্বীন। ফেনীর আল জামিয়া আল মাদানিয়ায় মিশকাত জামাত শেষ করে দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন। সেখানে আজ দীর্ঘ দশ বছর ধরে 'আকাবির আসাতিযার তত্ত্বাবধানে নিরলস অধ্যয়নে নিয়োজিত রয়েছেন। এখন তিনি 'মাদারে ইলমীর' আকাবির আসাতিযার এক আস্থাভাজন শিষ্য।

কর্মব্যস্ততা হিসেবে দারুল উলূম দেওবন্দের উচ্চতর হাদীস বিভাগের লেখক ও গবেষক হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন। 'ইসলামিক ফিকহ অ্যাকাডেমি ইন্ডিয়ার' সেক্রেটারি, আল্লামা মুফতী উবাইদুল্লাহ আস'আদী সাহেবের 'শাগরিদে রশীদ' হওয়ার পাশাপাশি উস্তাদের সকল রচনা তাঁর নিরীক্ষায় অর্পিত হয়েছে; একটি পত্রে মুফতী আস'আদী সাহেব লিখেন:

... 'মুফতী মারুফ মজিব কাসিমি ফেনবি, আমার ঘনিষ্ঠ মুহিব্বীনদের একজন। তাই তিনি আমার রচনাগুলো প্রকাশে আগ্রহী। মাওলানা তার মাতৃভূমি কিংবা যে কোনো জায়গা থেকে আমার রচনাগুলো যেকোনো ভাষায় প্রকাশ করতে পারবেন...... ।'

এছাড়াও বাহরুল উলুম আল্লামা নেআমাতুল্লাহ আ'যমি সাহেবের বিষেশ আস্থার্জনের ফলে আল্লামার রচনাগুলোও তার নিরীক্ষণে অর্পিত হয়েছে। তিনি এখন আল্লামার তত্ত্বাবধানে **শরহু মা'আনিল আসারের** তাখরীজ ও তাহকীকের কাজ করছেন। **নে'মাল বয়ান ফী তারজামাতিল কুরআন** (কুরআনে কারীমে "ঈজায বিল হায্ফ" নির্ণয়নে বাহরুল উলূম সাহেবের 'তামরীন'-মুলক তারজামায়ে কুরআন)'র প্রথম খণ্ডের কাজও ইতোমধ্যে তার বিন্যাসে সম্পন্ন হয়েছে। পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণের কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে। এছাড়াও তিনি আরও কিছু 'তাহকীকী' কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। আল্লামা বাহরুল উলূমের ব্যাপারে বলা হয় যে,

তিনি একজন আস্থাভজন শাগরিদ পাননি, যিনি তাঁর 'উলূম'-গুলো সংরক্ষণ করবে!

আমরা আশা করব, শেষ বয়সে হলেও আল্লাহ তাআলা মারুফ মজিব সাহেব দ্বারা কাজটি নিতে পারেন।

রচনা ও সংকলন :

রচনা হিসেবে এ যাবত তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে ইলমি অঙ্গনে সমাদৃত হয়েছে।

১/ **جديد فقهى مباحث** [জাদীদ ফিকহী মাবাহিস [৯খণ্ডে] মুফতী উবাইদুল্লাহ আস'আদী সাহেবের বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলোকে সম্পাদনার পর 'ফিকহি অধ্যায়ে' বিন্যাস করে প্রকাশ করেছেন। যা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

২/ نعم البيان في ترجمةالقرآن [নে‘মাল বায়ান ফী তারজামতিল কুরআন]

[লেখক, বাহরুল উলুম দা. বা.,বিন্যাস, মুফতি মারুফ মজিব ফেনবি]

৩/ الجواهر النقية في تراجم الحفاظ الحنفية [আল জাওয়াহিরুন নাকিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হুফফাযিল হানাফিয়্যাহ]

৪/ الإمام أبوحنيفه، مكانته عند المحدثين

[আল ইমাম আবু হনীফা, মাকানাতুহু ইনদাল মুহাদ্দিসীন]

এটি দারুল উলূম দেওবন্দের মজলিসে শূরা কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে দারুল উলূম দেওবন্দের অ্যাকাডেমিক প্রকাশনা বিভাগ ‘মাকতাবায়ে দারুল উলূম’ থেকে ছাপানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এতে লেখক মহোদয় ইমাম আবু হানীফা রহ. উপর কিছু অনন্য অধ্যায় সংযোজন করেছেন। এ ছাড়াও বিন্যাস ও সংকলনের দিক থেকে এটি একটি দৃষ্টান্তহীন গ্রন্থ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, ইনশাআল্লাহ।

এছাড়াও [أبو حنيفة وأصحابه الأربعون **‘আবু হানীফা ওয়া আসহাবুহুল ‘আরবাঊন’** -এর পাণ্ডুলিপিও অনেক আগে তৈরি হয়ে গেছে। সেটিও –ইনশাআল্লাহ– আহলে ইলমের জন্য এক আনমূল তুহফা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর উলূমকে উম্মতের ‘আযীম সারমা-ইয়াহ’ হিসেবে কবুল করুন।

‘আল জাওয়াহিরুন নাকিয়্যাহ’ বড়োদের চোখে

বাকিয়্যাতুস সালফ মাওলানা আবুল কাসিম নু’মানি দা.বা.

মহা পরিচালক, আল জামিয়া আল ইসলামিয়া দারুল উলূম দেওবন্দ

......وأشرف على هذا العمل العالمُ النقاد الشيخ نعمة الله الأعظمي – أحد أساتذة الحديث الشريف، ورئيس قسم التخصص في الحديث الشريف – فازداد الكتاب قيمةً وأهميةً واعتباراً، وكفاه شرفاً لهذا العمل.

وانطلاقاً من حسن ظن الأخ :معروف مجيب بي– وأسأل الله تعالى أن يجعلني عند ظنه – طلب مني أن أنظر في الكتاب، وأرى رأيي فيه .وفعلاً قمتُ بتصفح الكتاب وقراءته حرفاً حرفاً، فوجدته عملاً رائعاً قيماً يستحق التقدير والثناء، فأهنئ الأخ الفاضل على ذلك .ورأيتُ فيه أشياء تحتاج إلى إعادة النظر والتعديل، وطلبته منه، فأجاب الأخ إلى ذلك .فعَدَّلَ أشياء، وحذف أشياء، وزاد أشياء .فجاء هذا العمل عملا رصينا متقنا حافلا بفوائد جمة مواد غزيرة في بابه، والكمال لله سبحانه وتعالى.

“... মুহতারাম মারুফ মজিব সহেব (তার হুস্‌নেযান মাফিক) রচনাটি সম্পাদনা করে অভিমত প্রকাশের নিবেদন করেন। আমি তাঁর নিবেদন রক্ষায় এতে রাজি হই। শব্দে শব্দে পড়ে দেখি। (মাশাআল্লাহ,) কাজটি অত্যন্ত মূল্যবান মনে হয়েছে। আমি মুহতারামকে মুবারকবাদ দেই এবং কিছু জায়গায় পরিবর্তন-পরিবর্ধনের অনুরোধ করি। (শোকরিয়া,) তিনি তা মূল্যায়ন করে প্রয়োজনবোধে সংযোজন বিয়োজন করেছেন। তাই মনে হলো সংকলনটি এই অধ্যায়ের তাত্ত্বিক ও সমৃদ্ধ উপকরণ নিয়ে বিশুদ্ধ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে।

[মুকাদ্দিমা:৮]

বাহরুল উলূম আল্লামা নেআমাতুল্লা আ'যমি দা.বা.

সদর, উচ্চতর হাদীস বিভাগ, দারুল উলূম দেওবন্দ

....فهنيئاً للأخ في اللّه المولوي المفتي معروف مجيب القاسمي الفينوي الذي شمّر عن ساق الجدّ، وتتبّع كتب التراجم والطبقات، وجمع مِن مثل هؤلاء المذكورين عددًا لا بأس به، واستمرّ عملُه هذا طوال أربع سنواتٍ أو أكثر، وكان خلال عمله يُراجعني ويستشيرني، فنظرتُ فيه من أوّله إلى آخره، فرأيت فيه سلامة المنهج فيما خطّه المؤلِّف لنفسه، والجِدّ والدأب، والدقة والتحقيق، وحسن الأخذ والاختيار من مائدة علمية موفورة.

“... অনুজ দ্বীনীভ্রাতা মুফতী মারুফ মজিব কাসিমি ফেনবির প্রতি মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি যে, তিনি এক মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ইতিহাসের পাতায় পাতায় বিচরণ করে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ‘হুফফাযে হনাফীকে’ এক মলাটে সমবেত করেছেন। লাগাতার চারটি বর্ষ ধরে তিনি এই সাধনায় লিপ্ত ছিলেন। এতে তিনি আমার সরণাপন্ন হতেন। পরামর্শ নিতেন। আমি সংকলনটি আগা-গোড়া নিরীক্ষা করে দেখেছি। মনে হয়েছে যে, লেখক তার কর্মে বিপুল প্রচেষ্টা ও সূক্ষ্ম গবেষণার মাধ্যমে চমৎকার তত্ত্ব-চয়ন ও গ্রহণযোগ্য নীতি অবলম্বনে সক্ষম হয়েছেন। মহান প্রভুর দরবারে আশা জ্ঞাপন করছি, -ইনশাআল্লাহ- রচনাটি গবেষকদের চোখ জুড়াবে এবং শিক্ষার্থীদের বাসনা পুরাবে।

শাইখুল হাদীস আল্লামা সাঈদ আহমদ পালনপুরি রহ.

শাইখুল হাদীস ও সদরে মুদাররিসীন, দারুল উলূম দেওবন্দ

....والحنفية كما أنهم قدوة في الفقه، هم الأسوة في الحديث، وإليهم يرجع الفضل في تقرير قواعد الجرح والتعديل، وأصول قبول الحديث وردّه، وعليهم يدور أسانيد الكتب الستة التي هي خلاصة أحاديث الشرع، وكان منهم حفاظ الحديث وأئمة الجرح والتعديل، كما سيظهر من مطالعة هذا السِّفْر الفريد ।

﴿الجواهر النقية في تراجم الحفاظ الحنفية﴾ الذي ألّفه أحد أبنائنا العزيز المحقق الشاب المولوي المفتي معروف مجيب الفينوي، وهي خدمة مشكورة، وسعي محمود، وعمل رصين متقن، فأنا أهنئه على هذا العمل الجليل، وأتمنى له المستقبل الجميل.

"...হানাফীরা যেমন ফিকহ শাস্ত্রের অগ্রজ, তেমনি হাদীসে নববিরও শাস্ত্রীয় আদর্শ। জার্হ-তা'দীল শাস্ত্রের কাওয়াইদ রচনা ও উৎকর্ষ সাধনের সমমাননাও তাদের জন্যে। হাদীসের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা নির্ণয়ের কানুনাদিও তাদের হাতে আঁকা। 'কুতুবেসিত্তার' রেওয়াইয়াতগুলোও প্রায় তাঁদের উপর নির্ভরশীল (যেগুলো শরীআর সংক্ষিপ্ত নির্যাস)। তাদের মাঝে ছিলেন প্রচুর পরিমাণ হুফফাযে হাদীস এবং জারহ-তাদীলের ইমাম। যার সামষ্টিক আবগতি এই অনন্য গ্রন্থ **"আলজাওয়াহিরুন নাকিয়্যাহ ফী তারজিমিল হুফফাযিল হানাফিয়্যাহ"** অধ্যয়নে হয়ে যাবে-ইনশাআল্লাহ। সংকলন করেছেন আমাদের এক আদুরে সন্তান, নওজোয়ান গবেষক মুফতী মারুফ মজিব ফেনবি। খেদমতটি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত, প্রসংশনীয় প্রচেষ্টা এবং সু-সংহত ও মজবুত কর্ম। এই মহান কর্ম সাধনের জন্য আমি তাকে মোবারকবাদ দিচ্ছি। সাথে তার আলোকিত ভবিষ্যত কামনা করছি।

[মোকাদ্দিমা ১৪-১৫,প্রকাশিতব্য দ্বিতীয় সংস্করণ]

ফকীহুল আসর আল্লামা উবাইদুল্লাহ আস'আদী দা. বা.

শাইখুল হাদীস, জামিয়া আরাবিয়া হাথুরা, বান্দাহ।

فإن الأخ الفاضل المولوي المفتي محمد معروف مجيب الفينوي القاسمي حفظه الله تعالى وسلمه، مكث لدينا لمدة سنوات في رحاب جامعتنا -الجامعة العربية هتورا، بانده، يوبي، الهند-، أولاً: طالبًا في قسم الدراسات العليا للحصول على شهادة الفضيلة، وثانيًا: طالبًا في قسم التخصص في الفقه والإفتاء.

وجدناه طالبًا مُجِدًّا مجتهدًا مولعًا بالعلم والتحقيق، ومشغوفًا بالمطالعة والمذاكرة، وله مناسبة جيّد بعمل التأليف، فتوجه إليه منذ أن كان عندنا، وفقه الله تعالى لإعداد بحوث وكتب قيمة نافعة ممتعة.

ومن مجهوداته هذا الكتاب المفيد المرسوم بـ«الجواهر النقيّة في تراجم حُفَّاظ أصحاب الحنفية»، يهدف فيه جمع تراجم كبار الفقهاء الحنفية الذين وصفوا بالحفظ والإتقان في علم الحديث الشريف.

والأخ الفاضل لا يزال يتمتع بإشراف كبار مشائخه، وإشاراتهم وإرشاداتهم، لما يهمه من عمل التاليف والتحقيق، وقد ذكرهم في مقدمة الكتاب.

وهذا عمل جليل ظهر لنا بعد فراغه من جمع «تراجم أصحاب الإمام أبي حنيفة الأربعين» كانوا من أعضاء مجلسه الفقهي.

وأنا في نوبتي أهنّئه على هذا العمل الجليل، وأدعو له وأتمنى للمستقبل الجميل

"মুহতারাম মৌলবি মুফতী মারুফ মজিব ফেনবি কাসিমি –হাফিযাহুল্লাহ তাআলা ওয়া সাল্লামাহু– আমাদের জামিয়া আরাবিয়া হাথুরা বান্দাহ কয়েকটি বর্ষ অবস্থান করেছিলেন। প্রথমে 'দিরাসাতে উলইয়ার' ফযিলত অর্জন [দাওয়া হাদীস সম্পন্ন] করার জন্য, দ্বিতীয়বার 'তাখাসসুস ফিল ইফতা' বিভাগের শিক্ষার্থী হয়ে আবস্থান করেছিলেন। তাক আমরা পেয়েছি প্রত্যয়ী, পরিশ্রমী ও জ্ঞান-গবেষণার প্রতি প্রবল আগ্রহী এবং অধ্যয়ন ও অনুশীলনে ডুবে থাকা একজন শিক্ষার্থী। সাথে তার রয়েছে রচনা কর্মে উত্তম রুচিবোধ। আমাদের কাছে থাকাকালীনও এতে কর্মরত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে নেহায়ত উপকারী উৎকৃষ্টমানের কয়েকটি গবেষণাধর্মী রচনা তৈরি করার তাওফীক দান করেছেন।

তার কর্মপ্রচেষ্টার উত্তম ফসলগুলোর একটি হলো আজকের আলোচ্য গ্রন্থ, চমৎকার রচনা; **'আল জাওয়াহিরুন নাকিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হুফফাযিল হানাফিয়্যাহ।'** এতে তিনি হানাফি মাজহাবের সেই মহান ফকীহদের জীবনী সংকলন করেছেন, যাঁরা পবিত্র হাদীস শাস্ত্রে 'হিফয ও ইতকানে'ও উত্তীর্ণ ছিলেন।

আমাদের এই মুহতারাম ভাই তার রচনা কর্মে কয়েকজন মহান শাইখের তত্ত্বধান এবং তাদের ইরশাদ ও হিদায়তে নিজেকে পরিচালিত করে থাকেন। যাঁদের কথা তিনি কিতাবের মুকাদ্দিমায় উল্লেখ করেছেন।

আর **'আল জাওয়াহিরুন নাকিয়্যাহ'** কিতাবটি তিনি সংকলন করেছেন তার আরেকটি অনবদ্য সংকল 'আবু হনীফা ওয়া আসবুহুল আরবাঈন'-এর পর [পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়েছে।]

যা আবু হনীফা রহ. এর 'ফিকহী বোর্ডের' সদস্যদের উপর সংকলিত 'ঐতিহাসিক বস্তবতা-অন্বেষ্- রচনা।
আমি আমার পরিসর থেকে তার এই মহান কর্মের জন্য মুবারকবাদ দিচ্ছি। সাথে তার উত্তম ভবিষ্যত কামনা করছি।"

আশিকে রসূল মাওলানা আব্দুল খালেক মাদরাসি দা. বা.

নায়েবে মুহতামিম, আল জামিয়া আল ইসলামিয়া দারুল উলূম দেওবন্দ

فإن الطالب النجيب معروف مجيب الفينوي قد تخرّج قبل سنواتٍ من الجامعة الإسلامية دار العُلوم/ ديوبند، وكان خلال دراسته مُجِدًّا في عمله، مجتهداً في دروسه، ذا رغبةٍ سامية، وهمّةٍ عاليةٍ في طلب العلم وتحقيقه، وكان يُشاوِرُني في شئون تعليمه، كما يشاور أساتذته الآخرين.

ولما أن حان له الفراغُ تفكّر في إعداد عملٍ يُرجَى له النفعُ والقبولُ، فأشار عليه بعضُ أساتذته أن يُعِدَّ بحثاً دراسةً تاريخيّةً حولَ الإمام الأعظم أبي حنيفة ومكانتِه في الحديث النبويّ الشريف، وأصحابِه الذين قلّدوه في الفقه من كبار الحفّاظ المحدثين، وعليهم مدارُ أحاديث الكتب الستّة، فوافقتُ هذا الرأيَ واستحسنتُه؛ فإن هذا عملٌ له نفعٌ كبيرٌ، والناسُ في أمسِّ حاجةٍ إلى مثلِه في العصر الراهن.

"আমাদের মহৎ শিক্ষার্থী মারুফ মজীব ফেনবি কয়েক বছর পূর্বে আল জামিয়া আল ইসলামিয়া দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে 'ফাযিলত' অর্জন করেছে। শিক্ষার্থী হিসেবে সে ছিল আপন কর্মে নিরলস, স্বীয় পাঠ-পঠনে একান্ত পরিশ্রমী, জ্ঞান অন্বষণ ও গবেষণা কর্মে সুদূর উদ্যমী ও উচ্চাভিলাষী। সে তার শিক্ষার্জনের বিভিন্ন দিক নিয়ে তার অন্যান্য মহান উস্তাদদের মতো আমার সাথেও পরমর্শ করত। অ্যাকাডেমিক শিক্ষা সমাপন হলে সে নিপুণ ও গ্রহণযোগ্য কোনো কর্ম সাধনের ফিকির করছিল। তাই তার কোনো উস্তাদ তাকে হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. ও তাঁর শাগরেদদের অবদান সম্পর্কে ঐতিহাসিক পর্যালোচনালব্ধ একটি গবেষণা পত্র তৈরি করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন; কেননা তাঁরা একদিকে যেমন ছিলেন ফিকহে অনুসরণীয়, তেমনি ছিলেন তাঁদের যুগের মহান হাফিযে হাদীস এবং তাঁদের উপরই কুতুবে সিত্তার বর্ণনাগুলোর ভিত্তি স্থাপিত। আমি এই পরামর্শটির সাথে

সহমত পোষণ করি এবং এটিকে উত্তম কর্ম বলে মনে করি। কারণ এই কর্মটি হবে ইলমি অঙ্গনের জন্য নেহায়ত উপকারী। আর অধুনা যুগে এমন একটি কর্মের অতীব প্রয়োজন।"

হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মা'রুফি সাহেব দা.বা.

উস্তাদ, তাখাসসুস ফিল হাদীস, দারুল উলূম দেওবন্দ

وكفى بهذا الكتاب استناداً واعتماداً أن شيخنا العلامة بحر العلوم نعمة الله الأعظمي وشيخنا العلامة المفتي أبو القاسم النعماني- حفظهما الله تعالى -أشرفا على هذا الكتاب، ونظرا فيه من أوله إلى آخره، كما صرّح بذلك كلٌّ واحدٍ منهما في مقدمته.

"... রচনাটির [আল জাওয়াহিরুন নাকিয়্যাহর] বর্ণনাগত নির্ভরতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আমাদের শাইখদের মধ্য থেকে বাহরুল উলূম আল্লামা নেআমাতুল্লাহ আ'যমি এবং আল্লামা আবুল কাসেম নু'মানি –হাফিযাহুমাল্লাহ–, উভয়জন রচলাকালে কাজটির তত্ত্বাবধান করেছেন এবং এর আগা-গোড়া নিরীক্ষা করে দেখেছেন। যেমনটি তাঁরা তাঁদের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন.....।

[মুকাদ্দিমা: ১৭]

-হুসাইন আলহুদা ফেনবি
তাখাসসুস ফিল হাদীস, দারুল উলূম দেওবন্দ
জুমারাত, ২৩ শে শাবান, ১৪৪০হিজরি
পরিমার্জন: ১৬ রমজান, ১৪৪১ হিজরি

প্রুফ এডিটিং সহযোগিতায় :
ইফতিখারুল হক খাইর ফেনবি